35

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2-1 AUG 1996
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম ৬

অভিমত

প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সংশ্লিষ্ট অধিদফতর থেকে একটি মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে। এই মূল্যায়ন আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে বছরে ১ হাজার ৮শ' ৬৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ শতকরা ৫০ দশমিক ৪৩ ভাগই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে শেষ হয়।

মূল্যায়নে বলা হয়েছে সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা এখন আর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহ অনুভব করে না। অধিকাংশ দরিদ্র ঘরের সন্তানেরাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, এদের মধ্যে আবার শতকরা ৪০ জন পড়া শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়।

মূল্যায়নে প্রাথমিক শিক্ষার এই করুণ চিত্রের কারণও তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার অভাব। লক্ষণীয় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৯৫ জন শিক্ষকই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কিন্তু এই প্রশিক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের কোন কাজে আসে না। অথবা বলা যেতে পারে প্রশিক্ষণের এই জ্ঞান বিতরণের যোগ্যতা এই শিক্ষকদের নেই। সরকারী বিদ্যালয় বলে এই বিদ্যালয়ে কেউ কোন দায়বদ্ধতা অনুভব করে না। কারণ লেখাপড়া না হলেও নিয়মিত বেতন পাবার নিশ্চয়তা আছে। এদের উপর খবরদারী করার একমাত্র অধিকার আছে থানা শিক্ষা অফিসারের। তারাও দোষগুণের উর্ধ্বে নয়। তাদের বশে রাখার মন্ত্রও সকল মহলের জানা। এবং শিক্ষার ব্যাপারে তারাই থানা এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের হেনস্থা করার জন্যই তারা এই অধিকার প্রয়োগ করে।

সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের মূল্যায়নের আরও চমকপ্রদ তথ্য আছে। এ তথ্য শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। মূল্যায়নে বলা হয়েছে এককালে প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত হত বাজারদরে, টাকা এবং বাহুবলই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এভাবে নাকি পেশাদার ডাকাতেরাও কোথায় কোথায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে। তারা এখন শিক্ষকতা করছে এবং সরকারী কোষাগার থেকে বেতন পাচ্ছে নিয়মিত।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এরপরে নতুন কিছু বলার থাকে না। তবে বাড়তি খবর হচ্ছে এরশাদ সাহেবের আমলের শেষ দিকে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক নিযুক্তি চালু হয়েছে। ফলাফল নির্ধারিত হত কম্পিউটারে। পরবর্তীকালে সে পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। আর এই মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গিয়ে আবার বাজারদর চালু হয়েছে।

সুতরাং এই চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর পরই প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়েছে। এখন সরকারী, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। শিক্ষক সংখ্যা দু'লাখ ছাড়িয়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট দফতরকে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে নতুন কিছু

করতে হলে আটঘাট জমেছে অনেক।